গৌণী বৃত্তি

নৈয়ায়িকগণ পদ ও পদার্থের সম্বন্ধরূপ বৃত্তিরূপে শক্তি ও লক্ষণা ছাড়া পদের অন্য কোন অর্থ স্বীকার করেন না। কিন্তু মীমাংসকগণ শক্তি ও লক্ষণা ছাড়া পদের গৌণী বৃত্তি স্বীকার করেছেন। যখন বলা হয় 'অগ্নিঃ মাণবকঃ' - অর্থাৎ মাণবক অগ্নিস্বরূপ। এই বাক্যের অর্থ হল - উপনয়ন হয়েছে এমন মুণ্ডিতমস্তক পলাশদণ্ডধারী পবিত্রচরিত ব্রাহ্মণ বালক(মাণবক) অগ্নি।

ঐ বালক ‘সাক্ষাৎ অগ্নি’ এরূপ বললে তা প্রত্যক্ষ বিরুদ্ধ হয়। এজন্য এখানে অগ্নি শব্দের মূখ্যার্থ বা শক্যার্থ গৃহীত হতে পারে না। কারণ অগ্নি পদ সাক্ষাৎ বা মুখ্য অর্থে একটি জ্বলন্ত বস্তুকে বোঝায়। তাই এক্ষেত্রে অগ্নি পদকে অসাক্ষাৎ অর্থে গ্রহণ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে মাণবককে অগ্নি বলায় বোঝানো হয়েছে যে, ঐ মাণবক অগ্নির মত তেজস্বী ও পবিত্র (অগ্নিসদৃশঃ মাণবকঃ)। মীমাংসক মতে অগ্নি পদের তেজস্বিতা, পবিত্রতা রূপ অর্থ শক্তি ও লক্ষণা থেকে ভিন্ন। অগ্নি পদের এই অর্থ গৌণী অর্থ।

কিন্তু অন্নংভট্টের মতে গৌনীবৃত্তিকে অতিরিক্তবৃত্তিরূপে স্বীকার করার কোন প্রয়োজন নেই। লক্ষণার মধ্যে গৌণীর অর্ন্তভাব হয়ে যাবে। শক্যসম্বন্ধকে লক্ষণা বলা হয়েছে। ঐ সম্বন্ধ সাক্ষাৎ সম্বন্ধও হতে পারে, আবার পরম্পরা সম্বন্ধও হতে পারে। ‘গঙ্গায়াং ঘোষঃ’ প্রভৃতি স্থলে সামীপ্যদি সম্বন্ধের দ্বারা তীরাদি বোধিত হওয়ায় শক্যসম্বন্ধরূপা লক্ষণা সাক্ষাৎসম্বন্ধরূপা হয়। ‘অগ্নিঃ মাণবকঃ’ প্রভৃতিস্থলে পরম্পরাসম্বন্ধে অগ্নিসাদৃশ্য বোধিত হতে পারে বলে শক্যসম্বন্ধরূপা লক্ষণা পরম্পরাসম্বন্ধরূপা হয়।

মাণবককে অগ্নি বলাতে এই কথাই বোঝাতে চাওয়া হয়েছে যে - মাণবক অগ্নিসদৃশ অর্থাৎ অগ্নিতুল্য তেজস্বী ও শুচি। অগ্নি শব্দে লক্ষ্যমাণগুণসম্বন্ধরূপা লক্ষণা স্বীকার করলেই উক্তপ্রকার অভিপ্রেত অর্থ বোধিত হতে পারে। যদিও মাণবকে অগ্নিশব্দের শক্যার্থের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ নাই, তথাপি অগ্নিশব্দের শক্যার্থ অগ্নির স্বনিষ্ঠতেজস্বিত্বশুচিত্ববত্ত্বরূপ সম্বন্ধের দ্বারা অগ্নিসাদৃশ্য বোধিত হলে উক্ত বাক্যার্থ উপপন্ন হয়।

লক্ষমাণগুণসম্বন্ধরূপা লক্ষণাতে গুণশব্দ ধর্মবাচক। অগ্নিনিষ্ঠ তেজস্বীত্ব, শুচিত্বের সাথে সম্বন্ধই এখানে লক্ষণা। অগ্নিশব্দের শক্যার্থের সাথে মাণবকের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ হয়নি ঠিকই, কিন্তু স্বনিষ্ঠতেজস্বীতাদিরূপসম্বন্ধ হয়েছে। যদিও অগ্নিনিষ্ঠ তেজস্বিত্বাদি মাণবকের তেজস্বিত্বাদি হতে সম্পূর্ণ ভিন্ন, তথাপি শক্যার্থনিষ্ঠধর্মসজাতীয়ধর্মসম্বন্ধই এখানে বিবেচিত হওয়ায়, অগ্নিনিষ্ঠতেজস্বিত্বাদিধর্মসজাতীয় তেজস্বিত্বাদি মাণবকে থাকায় পরম্পরাসম্বন্ধরূপ শক্যসম্বন্ধের দ্বারাই গৌণীবৃত্তির উদ্দেশ্য সাধিত হয়ে যায় বলে গৌণীকে অতিরিক্ত বৃত্তিরূপে স্বীকার করার প্রয়োজন হয় না।

অধ্যাপক বিবেকানন্দ সাউ
দর্শন বিভাগ
বিদ্যানগর কলেজ